প্রথম আলো

তারিখ ... 21 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ...

নতুন কেউ যেন ছাত্রলীগে না আসতে পারে সে ব্যবস্থা করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

অন্য কোনো ছাত্রসংগঠন থেকে কেউ যাতে ছাত্রলীগে যোগ না দিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এক মতবিনিময় সভায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ছাত্রলীগের নেতারা এ দাবি জানান।

গতকাল ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা'র আয়োজন করে।

মতবিনিময় সভার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, তাঁরা অচিরেই দেশের সব জায়গায় ছাত্রলীগের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিগুলো পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেবেন। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ছাত্রলীগ একটি বিশাল সংগঠন। অন্য সংগঠন থেকে নতুন করে কারও ছাত্রলীগের পতাকাতলে আসার দরকার নেই।

ওই মতবিনিময় সভায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হয়—এমন কোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে সব বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের বলেছেন। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহাবস্থান নিশ্চিত করার ব্যাপারে তাঁরা বলেন, কারও কোনো কাজের জন্য ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলে তা সহ্য করা হবে না।

সভায় দাবি করা হয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিচ্ছিন্ন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলেও দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে। সক্রিয় ছাত্রসংগঠনগুলো সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছে। সভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করা হয়। আর মৌলবাদী ও জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোর হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মুক্ত করতে প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন মতবিনিময় সভার উদ্বোধন করে বলেন, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হাজার হাজার নেতা-কর্মী নির্যাতিত হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী ছাত্রলীগ সে পথে যেতে চায় না। বৈধ পরিচয়পত্রবিহীন কেউ যেন কোনো ক্যাম্পাসে থাকতে না পারে, ছাত্রলীগ সে ব্যবস্থা করবে। দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'আমরা চাই প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহাবস্থান নিশ্চিত করতে। এ জন্য সর্বোচ্চ সহনশীল আচরণ করতে হবে।'

অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ইতিমধ্যে সহাবস্থানের ব্যবস্থা করছে দাবি করে ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ১ জানুয়ারি আনন্দঘন পরিবেশে তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অন্যসব সংগঠন তাদের কর্মসূচি পালন করেছে।